REG. NO. C. 858

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এক বিজ্ঞাপন পাতাতে লেখা দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপনদাতাদের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় বিলাতী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে গ্রাহক হউন বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৭ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৯ই ভাদ্র বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 25th August 1920. | ১৩শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। — কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী-সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন

মূল্য প্রতি শিশি	...	১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	৷৴০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা---বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং'র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'ভেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি,—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, ঘুষং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি ?, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি।

—•—

৫০৲ ও ৪০৲ টাকা (ম্যাট্রিক।)
৩০৲ ও ২৫৲ টাকা (নন-ম্যাট্রিক।)

দি ন্যাসানেল মেডিকেল কলেজ,
৩০১।৩ অপার সারকিউলার রোড
নিয়মাদির জন্য আবেদন করুন।

এই কলেজে শব-ব্যবচ্ছেদ ও সার্জ্জারী আধুনিক প্রথায় শিক্ষা হয়। বেতন ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

কলেজ কাউন্সিল— মহারাজা বাহাদুর কাশিম বাজার, মাননীয় বিচারক ও, চৌধুরী ও রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৯ই ভাদ্র বুধবার, ১৩২৭ সাল।

মশক নিধন।

—০—

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের বড় সাহেব ডাঃ বেণ্টলীর উদ্ভাবিত ড্রেনেজ স্কীমের পরীক্ষাস্থল আমাদের ম্যালেরিয়ার পুরী জঙ্গিপুর। ধৌতি প্রকরণ দ্বারা ম্যালেরিয়ার প্রধান জন্মদাতা মশক কুল ধ্বংস হইয়া ম্যালেরিয়া দূর করাই এই বিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের উদ্দেশ্য। সরকারও এই নূতন প্রণালী পরীক্ষার্থ জঙ্গিপুরে বহু অর্থ ব্যয় করিলেন। আগামী সপ্তাহেই ডাক্তার বেণ্টলী ও অন্যান্য দুএক জন বিশেষজ্ঞ জঙ্গিপুরে শুভাগমন করিবেন। আমরা তাঁহাদের ড্রেন পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আরও এক বিষয় পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা দয়া করিয়া দেখুন যে তাঁহাদের ড্রেনে সংযোজিত পুকুর ডোবা ভিন্ন সহরে অন্য কারণে মশকোৎপত্তি হইতেছে কি না। মিউনিসিপ্যালিটীর সেস্‌পুলগুলি, স্থানে স্থানে সঞ্চিত আবর্জ্জনা ও অন্যান্য অপরিচ্ছন্নতার জন্য মশক বৃদ্ধি হইতে পারে কি না। নগরের মধ্যে স্বাস্থ্যের হানিকর অন্য কোন কারণ বর্ত্তমান থাকিলে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীকে তাহা দূরীকরণ জন্য পরামর্শ দিতে অনুরোধ করি।

—•—

মা গঙ্গার সুবিচার।

—•—

এতদঞ্চলে ভাদুই ধান্য হইবে না হইবে না করিয়া বেশ হইল! কিন্তু গঙ্গার জল যখন খুব বেগে বাড়িতে লাগিল তখন মনে হইল যে মা বোধ হয় সন্তানের মুখের গ্রাস উদরসাৎ করেন। কিন্তু মা এই নিরন্ন দরিদ্র সন্তানগণের উপর যথেষ্ট স্নেহ দেখাইয়া ক্রমশঃ কলেবর সঙ্কুচিত করিলেন। তিনি বোধ হয় ভাবিলেন ধান ডুবিলে বহু সন্তান মায়ের সুশীতল ক্রোড়ে স্থান প্রার্থী হইবে। তাই তিনি বেশ বিবেচনা করিয়া ভাদুই ধান্য স্পর্শ করিলেন না। অধিকাংশ ভাদুই ধান্যই ঘরে উঠিবে এরূপ আশা হইতেছে। কিন্তু বরুণের করুণাভবে হৈমন্তিক বোধ হয় অঙ্কুরে শুকাইল।

—:০:—

বহরমপুরে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়।

—:০:—

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বহরমপুরে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইবে। শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ প্রমুখ সুযোগ্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক এই চিকিৎসালয় পরিচালিত হইবে। স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার নামানুসারে এই আয়ুর্ব্বেদালয়ের নামকরণ হইবে। জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী, কাশিমবাজারাধিপতি, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ পাল প্রভৃতির প্রদত্ত অর্থে ইহার অঙ্গ পুষ্টি হইতেছে। যশোহর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর যশোহর জেলা বোর্ড হইতে তথায় এক আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যশোহরে যখন দাতব্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়, আমরা তখনই ভাবিয়াছিলাম—যে বহরমপুরে কলির ধন্বন্তরি স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় কর্ত্তৃক বৈদ্যবিদ্যার চরম উন্নতি হইয়াছিল, যে মুর্শিদাবাদ জেলার বোর্ডের চেয়ারম্যান বৈদ্যকুলতিলক বৈকুণ্ঠনাথ, সে নগরে একটী আয়ুর্ব্বেদ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত না হইলে যেন মুর্শিদাবাদের মাথা একটু হেঁট হইয়া থাকিবে। আজ আমাদের সে লজ্জা দূর হইল। সত্য সত্যই আমরা যাহা চাহিয়া ছিলাম তাহাই পাইলাম। এই চিকিৎসালয় যাহাতে ক্রমশঃ উন্নত হয় তজ্জন্য কাশিমবাজারাধিপ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও অন্যান্য বহরমপুর বাসী গণ্য মান্য ভদ্র মহোদয়গণের যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন আছে শুনিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি।

—:০:—

অদ্ভুত সর্প চিকিৎসা।

—০—

রঘুনাথগঞ্জ টাউনের কনেষ্টবল মৈজুদ্দীন ইতিপূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জের এক মিষ্টান্ন বিক্রেতার চাকরের সর্পদষ্ট স্থানে মুখ লাগাইয়া চুষিয়া বিষ বাহির করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। এ সংবাদ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী চরকা গ্রামের কাঙ্গালী সেখ কে বিষধর সর্পে দংশন করে। রাত্রিকাল, মৈজুদ্দীন তখন বীটে চৌকী পাহাড়া দিতেছে, বীট ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই, থানার দারোগা বাবু এই সংবাদ পাইয়া মৈজুদ্দীনের জুমাদারের উপর পাহারার ভার দিয়া তাহাকে কাঙ্গালীর চিকিৎসার্থ যাইতে অনুমতি দেন। এবারও মৈজুদ্দীন চুষিয়া বিষ বাহির করিয়া কাঙ্গালী সেখের জীবন রক্ষা করিয়াছে। সর্প বিষনাশক গাছ গাছড়াও তাহার জানা আছে। বাস্তবিকই সাপের বিষ মুখ দিয়া চুষিয়া লইয়া পরের জীবন রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আজকাল কয় জনে হইতে দেখা যায়? মৈজুদ্দীন সামান্য বেতনের পুলিশ কনেষ্টবল হইলেও তাহার হৃদয় অতি উচ্চ। পরার্থে নিজের জীবন বিপন্ন করা অতি মহৎ ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। খোদাতাল্লা মৈজুদ্দীনের আখেরে ভাল করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পুলিশ বিভাগ হইতে এরূপ প্রশংসনীয় কর্ম্মের জন্য যে কর্ত্তৃপক্ষ কেন এই ক্ষুদ্র তাবেদারকে পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহিত করেন না তাহা বুঝিতে পারি না।

—•—

প্রাপ্ত

অন্যায়ের মর্য্যাদা।

—০—

প্রজাগণের অভাব অভিযোগের প্রতিকার ও তাহাদের কল্যাণ সাধনের জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং এই সকল উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নানা বিভাগে বহুতর সুশিক্ষিত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন কিন্তু প্রজার দুরদৃষ্ট বশতঃ অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের এই সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় না। অনেক স্থানে রক্ষকই ভক্ষকের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধারণের হৃদয়ে বিভীষিকার উৎপাদন করিয়া থাকেন। দেশের অশিক্ষিত ও অর্থহীন জনসাধারণ এই সকল রক্ষক বেশী ভক্ষকের অন্যায় আচরণ নীরবে সহ্য করিতে বাধ্য হয়। প্রতিকার প্রার্থী হইলেও অনেকক্ষেত্রে তাহা সফল হয় না। যদি বা কখন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তখন ঐ সমস্ত ধুরন্ধরগণ দেশের মধ্যে যাহারা মণ্ডল মাতব্বর অর্থাৎ যাহারা দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন করিবার সামার্থ্য রাখেন তাঁহাদিগকে খোসামোদ করিয়া কখনও বা তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষন করা; তাঁহাদিগের কার্য্যের একখানি প্রশংসা পত্র স্থানীয় সংবাদ পত্রে ছাপাইয়া দেয়। এবং সেই প্রশংসা পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিয়া তাঁহার কৃত অন্যায়গুলীকে ঢাকিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস ভাজন হয়েন এবং সজোরে জয়ঢক্কা বাজাইয়া পুনরায় তাঁহার তক্তে বসিয়া দ্বিগুন জোরে তাহার স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হন।

দেশের জনসাধরণ অশিক্ষিত অর্থহীন হেতু ঐরূপে অন্যায় প্রশংসা পত্রের বিরুদ্ধে তাহার প্রতিবাদ করিবার সামর্থ না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। ফলে

দেশময় অন্যায়েরই প্রতিষ্ঠা বাড়িয়া যাইতেছে।

ঐরূপ প্রশংসা পত্রের সত্যাসত্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া ঐ সমস্ত ঘটনার বিচার করিলে অনেকগুপ্ত রহস্য প্রকাশ পায় এবং তাহার ফলে ন্যায়ের মর্য্যাদাও রক্ষিত হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ে কৃপাদৃষ্টিপাত করিলে দেশের একটী মহদুপকার সাধিত হইতে পারে।

শ্রী—

নিমতিতা।

—:০:—

নিবেদন।

—:০:—

কালিতলা, মিত্রচক, নারায়ণপুর

উক্ত গ্রামত্রয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে আই, জি, এস, এন, কোম্পানীর একটী ষ্টীমার আফিস আছে, এখানে স্থানীয় জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জস্থ মহাজনদিগের অনেক রকম মাল পত্রের আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে এবং নানা প্রকার ভদ্রাভদ্র লোকেরও সমাগম হইয়া থাকে এক জায়গায় নদীর স্থায়ীত্ব না থাকাতে কোম্পানি হইতে মালগুদামের কোনও প্রকারের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যায়না, কাজেই অনেক সময় মাল পত্রাদি বাহিরেও পড়িয়া থাকে। কোম্পানি হইতে চৌকীদারী ট্যাক্স দিবার রীতিমত বরাদ্দ আছে। গ্রাম্য চৌকিদারের উচিত মাঝে মাঝে ষ্টেষনের খবরাখবর লওয়া এবং প্রতিরাত্রে একবার করিয়া পাহাড়ায় আসা, কিন্তু দুঃখের বিষয় চৌকিদারকে মাসের মধ্যে রাত্রে দুই দিনও পাহাড়ায় বাহির হইতে দেখা যায় কিনা সন্দেহ, স্থানীয় প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

ভাদুই ধান্যের অবস্থা মোটের উপর মন্দ নয়, তবে বর্ত্তমানে সাধারণ লোকের অবস্থা শোচনীয়। পাককরা অন্ন-ব্যঞ্জন চুরির কথাও মাঝে মাঝে শুনা যায়।

মিত্রচক গ্রামের একটী দুঃস্থ পরিবারের জন্য সব-ডিবিসনাল অফিসার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করা হইয়াছিল সরকার বাহাদুর উক্ত দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যের জন্য ৫৲ পাঁচ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভাদ্র মাসের প্রায় অর্দ্ধেক হইতে আসিল কিন্তু পদ্মা নদীতে এখনও বন্যার কোনও প্রকারের প্রবলতা দেখা যাইতেছে না। এ বৎসর পদ্মানদীর গতি অপর পারেই প্রবল বলিয়া বোধ হইতেছে, উল্লিখিত গ্রামত্রয়ের নিকট দিয়া নদীর বহতী থাকিতে পারে, কিন্তু ছাপঘাটী দিয়া ভাগীরথী নদীর মুখ খোলসা হইবার আশা ক্রমেই দূরীভূত হইতেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত।

পোঃ খামরা।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়

বা

আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজ।

২৯, নং ফরিয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—০—

এইবার এই কলেজ ৫ম বর্ষে দার্পণ করিবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি ইহার দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। সার আশুতোষ বোর্ড অব ট্রাষ্টির এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী কলেজ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট।

সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা—দুইটী বিভাগে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের জ্ঞান আছে, এবং গবর্ণমেণ্টের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত বিভাগে পড়িবার অধিকার দেওয়া হয়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আদৌ জ্ঞান না থাকিলেও বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় বোধাধিকার থাকিলেই বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এক কথায় যাঁহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বা ঐ পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি করা লয়। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের ইহা মাহেন্দ্র সুযোগ।

এই কলেজে আরও সুবিধা।

গুরুগৃহে কেবলমাত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়, কিন্তু এই কলেজে গ্রন্থ অধ্যয়ন ভিন্ন কথাচ্ছলে শাস্ত্রীয় উপদেশ বা লেকচার প্রদানে এবং শবব্যবচ্ছেদাদি পূর্ব্বক শিক্ষা দান করা হয়। অঙ্গ বিনিশ্চয়বিদ্যা বা এনাটমী, দ্রব্যগুণ, রোগবিনিশ্চয় বা প্যাথলজি এবং শল্যতন্ত্র বা সার্জ্জারি শিক্ষা দিবার জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার বা মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ছাত্র শিক্ষার পন্থা যথেষ্ট সুগম করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সংস্পৃষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যহ বহুসংখ্যক রোগী সমগত হইয়া থাকে, এই জন্য ছাত্রগণের রোগী সন্দর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ। সংস্কৃত বিভাগে পাঁচ বৎসরে এবং বাঙ্গালা বিভাগে চারি বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া থাকে। দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ ইহার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ আয়ুর্ব্বেদের আটটি অঙ্গ বা একদিকে ডাক্তারি ও অপর দিকে কবিরাজী শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক এক এক জন সুবিজ্ঞ চিকিৎক হইতে পারিবেন। ইহারা যে গ্রামে চিকিৎসা করিবেন, সে গ্রামে আর কাটা-ফাড়া এবং রোয়াতি খালাসের জন্য ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন হইবে না। এরূ ভাবে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবার এই প্রথম সুযোগ,—ইহা স্বপ্নাতীত ব্যাপার,—এই কলেজের অনুষ্ঠানে দেশে আবার 'চরক সুশ্রুতের' যুগ ফিরাইয়া আনিবার ব্যস্থা করা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ নামক একখানি চিকিৎসা বিদ্যাবিষয়ক মাসিক ত্র এই কলেজ হইতে বাহির হওয়ায় চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধাদি াঠেও ছাত্রগণ অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা মাননীয় সার্জ্জন জেনারল এডওয়ার্ডস এবং বঙ্গদেশের একজিকিউটিভ কউন্সিলের মেম্বর মাননীয় বীট্‌সন্ বেল এবং দেশের রাজা মহারাজা প্রভৃতি কলেজ পরিদর্শনে ইহার শিক্ষা প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

কলেজ সংলগ্ন "মেসে" ছাত্রদিগের থাকিবার স্থান, তত্ত্বাবধানের ভার লওয়া হয়। শ্রাবণ হইতে এবার নূতন সেসন আরম্ভ হইবে। মাসিক বেতন ২৲ প্রবেশ ফি ৫৲ টাকা এক সঙ্গে ৬ মাসের বেতন দিতে হয়। এবার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র লওয়া হইবে, এজন্য শীঘ্র আবেদন করুন।

কবিরাজ—শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন

এম এ এম, বি, প্রিন্সিপ্যাল।

—০—

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনাক প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৸৴০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷০ সারে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা /।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৴

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরী মনুপালয়েৎ
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১ ;
চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক।

১৮০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে;

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ।৶০ ভাগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৶০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা; আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ।

ইহার মনোরম-গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১।৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

—শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ